দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 MAY 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

39

প্রসঙ্গ ঃ প্রশ্নপত্র ফাঁস

উচ্চ পর্যায়ে সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপদ সংরক্ষণ এবারেও সম্ভব হয় নাই। পরীক্ষার পূর্ব দিন তাহা ফাঁস হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা সকল বোর্ড এবং সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নয়, শুধু কুমিল্লা বোর্ডের বিজ্ঞান প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্র। সংবাদে জানা গিয়াছে, নোয়াখালী সদরেই এই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে জানিতে পারিয়া সাথে সাথে পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেন। সংবাদে আরও জানা যায়, কোন কোন পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা শেষ হওয়ার অর্ধঘণ্টা আগে পরীক্ষা বাতিলের সংবাদ পৌঁছে। বলা বাহুল্য, পরীক্ষার শেষ প্রান্তে পরীক্ষা বাতিলের সংবাদ পৌঁছার দরুন বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে এবং কেন্দ্রের আসবাবপত্র ভাংচুর করে। কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য লাঠি-চার্জ, এমনকি, ফাঁকা গুলী পর্যন্ত করিতে হয়। অবশ্য সাথে সাথে প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্ত করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

একদিকে এইভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া এবং অন্যদিকে পরীক্ষায় প্রায় সর্বত্রই নকলের এই ছড়াছড়ি— এই উভয়বিধ ঘটনায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা পরিস্থিতির এক অতি করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা অনেকটা শরীরে সন্নিবিষ্ট দূষিত রক্ত বিষফোঁড়ার মাধ্যমে ফুটিয়া উঠার মত ঘটনা। বোর্ডের ভিতরের মধ্যেই যে চক্রের আস্তানা শিকড় গাড়িয়াছে তাহা শুধু এবারেই নয়, ইতিপূর্বেও অনেকবার প্রমাণিত হইয়াছে। অবৈধভাবে এসএসসি পরীক্ষায় 'ফার্স্ট' হওয়ার ঘটনাও এই ইত্তেফাকেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় প্রতিটি বোর্ডের খোল-নইচা বদলাইবার প্রয়োজনীয়তাই আজ তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। মূলতঃ ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই পড়াশুনা করিয়াই পাস করিতে চায়। কিন্তু বোর্ডের মধ্যেই যদি এধরনের ফাঁক ও ফাঁকির বেসাতি শুরু হয় এবং শ্রেণীকক্ষে স্কুলেই যদি সঠিকভাবে পড়ানো না হয় তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাস করিতে অসদুপায় অবলম্বন না করিয়া উপায় কি? বিশেষতঃ ছাত্রীদের মধ্যে নকল প্রবণতা বৃদ্ধিতে এই সত্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সরকার স্কুলসমূহের শিক্ষকদের সরকারী ভাতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহা ছিল স্কুলগুলিকে টিকাইয়া রাখার একটি বড় পদক্ষেপ। কিন্তু নিয়মিত খবরদারি ছাড়া শুধু ভাতা দিলেই যে শিক্ষকরা নিয়মিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক শিক্ষাদান করিবেন, ইহা সত্য নয়। বরং সরকারী ভাতাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ায় এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুল পরিচালনা কমিটির সম্পাদক হওয়ায় বহু স্কুলেই শিক্ষকরা ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্র ও অবকাশ পাইয়া যান। তাই সরকারী ভাতা মঞ্জুরির সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কি পড়ান এবং কতখানি পড়ান, তাহা নিয়মিত তদন্তের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ইতিপূর্বেও আমরা বলিয়াছি, প্রিটেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের যথাযথভাবে প্রস্তুত ও সঠিকভাবে পরীক্ষার্থী নির্বাচনের পূর্বতন ব্যবস্থা যথারীতি চালু হওয়া আবশ্যক। আমরা পুনরায় দেশব্যাপী এস এস সি পরীক্ষায় সেন্ট-আপের জন্য প্রতিটি হাইস্কুলে কড়াকড়িভাবে প্রিটেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছি এবং প্রতিটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকদের গভর্নিং বডি হইতে অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ করিতেছি। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দকে সরাসরিভাবে তাহাদের কাজকর্মের জন্য গভর্নিং বডির নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। এবং গভর্নিং বডি সরকারী ভাতার যথার্থ ব্যবহারের জন্য দায়ী হইবেন সরকারের নিকট। তাহাদের রিপোর্ট এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পরিদর্শন রিপোর্ট সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে। এবং উভয়ের ভিত্তিতেই কোন শিক্ষকের ভাতাপ্রাপ্তি নির্ভর করিবে। এই ধরনের কঠোর ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত হওয়ার স্বার্থেই গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়া আমরা মনে করি।